

মূল শব্দাবলী  
দুনিয়া  
আখেরাত  
প্রতিদান / পরিতৃপ্তি  
বিলম্বিত



**Majlis Ugama Islam Singapura**

**Friday Sermon**

**12 June 2026 / 26 Zulhijjah 1447H**

**বিলম্বিত প্রতিদান: কুরআনের একটি ধারণা**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَرَّ بِالْقُرْآنِ الْقُلُوبَ، وَأَنْزَلَهُ فِي أَوْجِرِ لَفِظٍ وَأَعْجَزِ أُسْلُوبٍ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ.  
أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা আমাদের জীবনে তাকওয়া লালন করি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সকল আদেশ পালন করি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি লাভের পথে আমাদের যাত্রাকে কুরআনের আলো যেন অব্যাহতভাবে আলোকিত করতে থাকে। আমিন, হে রব্বুল আলামিন।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

গত সপ্তাহে খুতবায় প্রথম ওহি, সূরা আল-আলাক-এ আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা নিয়ে তাদাব্বুর

(গভীর চিন্তা ও অনুধ্যান) ধারার সূচনা করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহের খুতবায় আমরা

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'লার ১৬-১৭ নম্বর আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

অর্থঃ কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই প্রধান্য দিয়ে থাকো। অথচ পরকালই উৎকৃষ্ট এবং অধিক স্থায়ী।

তাদাব্বুরের এই পদ্ধতির আলোকে আসুন আমরা চিন্তা করি: এই আয়াতগুলোর সঙ্গে এই দুনিয়ার জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কী সম্পর্ক রয়েছে?

প্রথম দৃষ্টিতে, এ দুটি আয়াত মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রবণতার কথা তুলে ধরে, যার কারণে সে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আখিরাতই উত্তম। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে আরও কিছু প্রশ্ন সামনে আসে।

আমরা কেন দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে অগ্রাধিকার দিই, যদিও আমরা মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখি?

এর কারণ হলো, দুনিয়ার জীবন আমাদের কাছে খুবই নিকটবর্তী মনে হয়। এটি দৃশ্যমান, স্পর্শযোগ্য এবং আমরা তা তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করতে পারি। পক্ষান্তরে, আখিরাতের প্রতিদান যতই সুন্দর ও মহিমান্বিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, তা এখনো আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়নি।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো, আখিরাত যে উত্তম—এ কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করার পরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন আমাদের দুনিয়ার জীবনের নানা নিয়ামত ও ভোগের সুযোগ দান করেছেন?

এর কারণ হলো, এই দুনিয়ার জীবনকে আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যাচাই করা হয়, আমরা কতটা সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে এ জীবন পরিচালনা করতে পারি, নাকি এটি আমাদের গাফেলতি ও অবিচারের দিকে নিয়ে যায়—নিজেদের প্রতি অথবা অন্যদের প্রতি।

তাহলে কি এই আয়াত আমাদেরকে দুনিয়ার সব বিষয়-আশয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে কেবল আখিরাতের জন্য নিবেদিত হয়ে যেতে নির্দেশ দেয়?

কখনোই নয়। কারণ কুরআন এ কথাও সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে একজন মুমিন দায়িত্বশীল ব্যক্তি; সে তার পার্থিব দায়িত্বগুলো অবহেলা করে না। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-কাসাসের ৭৭ নম্বর আয়াতে বলেন:

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহের সন্ধান কর; কিন্তু দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এখানে আমরা কেবল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটি সাধারণ তুলনার চেয়েও গভীর একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, সূরা আল-আ'লার ১৬-১৭ নম্বর আয়াত আমাদের দেখায় যে মানুষ সাধারণতঃ তাৎক্ষণিক আনন্দদায়ক বিষয়কে বেছে নিতে প্রবণ। অথচ যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফয়সালার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও মহান প্রতিদান।

মূলত, শরিয়ত মানুষের আত্মাকে এমনভাবে গড়ে তোলে, যাতে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট থাকা শ্রেষ্ঠ প্রতিদানকে চিনতে পারে এবং তাকে অগ্রাধিকার দিতে শেখে।

উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম কেন আমাদের দৃষ্টি অবনত রাখতে শিক্ষা দেয়, যদিও আমাদের প্রবৃত্তি অনেক সময় তাৎক্ষণিক আনন্দের দিকে ধাবিত করে? ধর্ম কেন আমাদেরকে জুয়া বা হারাম ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসার মতো অবৈধ উপার্জনের উৎস থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়, যদিও এগুলোকে লাভ অর্জনের সহজ ও দ্রুত উপায় বলে মনে হতে পারে? আবার, রাগের মুহূর্তে ধর্ম কেন ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা দেয়, যদিও তখন মনের জমে থাকা আবেগ প্রকাশ করে দেওয়াই সহজ বলে মনে হয়?

এসব পরিস্থিতিতে আমাদেরকে তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমরা আরও বড়, অধিক কল্যাণকর ও অর্থবহ প্রতিদানকে বেছে নিতে পারি।

এটিই কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যাকে আমরা বলতে পারি “বিলম্বিত প্রতিদান” বা “বিলম্বিত তৃপ্তি” (**Delayed Gratification**)। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক পরিভাষায় পরিচিত এই ধারণাটি বহু আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ও নির্দেশনার মাধ্যমে কুরআনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত মুসল্লিবন্দ,**

সূরা আল-আ’লার এই দুটি আয়াত এমন একটি ধারণা উপস্থাপন করে, যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বরং এটি এমন একটি বিষয়, যার মুখোমুখি হই আমরা প্রতিদিন।

বর্তমান যুগে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বাছাই পরীক্ষার সম্মুখীন হই—তাৎক্ষণিক তৃপ্তি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদানের মধ্যে। আমাদের সময় কীভাবে ব্যয় করি, সম্পদ কোথায় ব্যয় করি, মনোযোগ কোন দিকে পরিচালিত করি এবং আবেগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করি—এসব ক্ষেত্রেই আমরা এ ধরনের সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হই।

উদাহরণস্বরূপ, অবসর সময়ে আমরা কি এমন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকার বয়ে আনে, নাকি শুধু তাৎক্ষণিক বিনোদন ও আনন্দের পেছনেই ছুটে বেড়াই? আবার, যখন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো পরীক্ষার মুখে পড়ে, তখন কি আমরা ধৈর্য, শান্ত স্বভাব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ বেছে নিই, নাকি তাৎক্ষণিক আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়া দেখাই, যা পরবর্তীতে নেতিবাচক পরিণতির কারণ হতে পারে?

এটাই আমাদের বর্তমান জীবনে “বিলম্বিত প্রতিদান” (**Delayed Gratification**) ধারণার বাস্তব প্রতিফলন। এই ধারণা আমাদের পারিবারিক জীবন, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাঙ্গন, এমনকি স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এবং প্রতিদিনের প্রতিটি ছোট-বড় সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করা উচিত।

অতএব, একটু চিন্তা করে দেখুন: আমরা যে দুটি আয়াত প্রায়ই শুনি, সেগুলোর মর্মার্থ কি সত্যিই আমরা অনুধাবন ও অন্তরে ধারণ করেছি? এমনভাবে ধারণ করেছি কি, যা আমাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে?

## সম্মানিত মুসল্লিবন্দ,

নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখিরাত দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পথ নয়। আমাদেরকে এ দুটির মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়নি। বরং এই দুনিয়ায় আমরা যে প্রতিটি প্রচেষ্টা করি—যেমন পরিবারের যত্ন নেওয়া, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, জ্ঞান অর্জন করা এবং গুনাহ থেকে নিজেকে সংযত রাখা—এসবই

আখিরাতের পথে পরিণত হতে পারে, যদি তা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে সম্পাদিত হয়।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদের এমন অন্তর দান করুন, যা আখিরাতের কথা বিবেচনায় রেখে বিচার-বিবেচনা করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, অথচ একই সঙ্গে দুনিয়ায় আমাদের ওপর অর্পিত ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো অবহেলা না করে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাঁর সেইসব বান্দার অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল ও দৃঢ়, এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে।

আমীন!

ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
الرَّحِيمُ.

## Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا كَهَأَكُمُ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارِضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْخُرْبَ وَالْإِعْتِدَاءَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَبِلَادَنَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ، وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي مُخَوَّرِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ يَا مُتْرَلِ الْكِتَابِ، وَيَا مُجْرِي السَّحَابِ، وَيَا هَازِمِ الْأَحْرَابِ، أَهْرَمِ  
الْأَحْرَابِ، وَأَنْصُرِ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ  
عَامَّةً، يَا رُحِمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ  
فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ  
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ  
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.